RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

মাটির প্রদীপ দিয়ে স্বনির্ভর ৪০০-এর বেশি মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদহ: মাটির প্রদীপ তৈরি করে স্বনির্ভর হচ্ছেন পুরাতন মালদহ শহরের ৪০০-এর বেশি মহিলারা। তাঁদের মধ্যে সিংহভাগ বাড়ি ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারি, পালপাড়া, লেবুবাগান এলাকায়। কিছু পরিবার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে রামচন্দ্রপুর সহ বিভিন্ন পাড়াতে রয়েছে। মহিলারা কেউ বয়সে প্রবীণ, কেউবা একেবারেই নবীন। কারও স্বামী মারা গিয়েছেন। তবুও এমন পেশাকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন। ওই মহিলারা দিনভর জুড়ে সংসারের রান্না সহ নানা কাজ সামলান। এর ফাঁকে বাকি সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজের হাতেই মাটির প্রদীপ তৈরি নজর গড়ছেন। দীপাবলি উপলক্ষ্যে আলোর উৎসবকে মাথায় রেখে এখন জোর কদমে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এছাড়াও বছরজুড়ে বানানো অসংখ্য প্রদীপও যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি জেলা ইংলিশবাজার এবং পুরাতন মালদহ শহরের বিভিন্ন জনবহুল দৈনিক মার্কেটের ব্যবসায়ীদের পাইকারি দরে বিক্রি করা হচ্ছে এবং তা থেকে মহিলাদের অর্থ উপার্জন হচ্ছে। স্বামী এবং পরিবারের পাশে এভাবে দাঁড়িয়ে তাঁরা ব্যাপক খুশি।

থানায় থানায় বিক্ষোভ কংগ্রেসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে কোচবিহারের একাধিক থানার সামনে বিক্ষোভ দেখালেন কংগ্রেস কর্মীরা। ১৯ অক্টোবর কোচবিহারের কোতোয়ালি, দিনহাটা, সাহেবগঞ্জ, সিতাই, মাথাভাঙা, মেখলিগঞ্জ থানায় বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস কর্মীরা। দলের পক্ষ থেকে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। এদিন কংগ্রেসের ওই ডেপুটেশনে কোতোয়ালি থানায় উপস্থিতি ছিলেন কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার কার্যকরী সভাপতি রবিন রায়, দিনহাটায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা আজিজুল হক। রবিন রায় বলেন, "বেশ কয়েক মাস ধরেই গোটা রাজ্য জুড়ে একাধিক জায়গায় নারী নির্যাতন খুন ধর্ষণের মত ঘটনা ঘটেছে। আরজি করের ঘটনা গোটা বাংলা তো বটেই দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্য প্রশাসন কোনো রকম পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তৃণমূলের শাসনকালে গোটা রাজ্যজুড়ে শুধু নারী নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার।"

ফোন মারফৎ অনশন তোলার অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২১ অক্টোবরের মধ্যে দাবি না মানলে ২২ অক্টোবর ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দেন জুনিয়র ডাক্তাররা। হুমকি দেওয়ার ঠিক তার পরদিনই নাটকীয়ভাবে অনশন মঞ্চে উপস্থিত মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। আর মুখ্য সচিবের ফোন মারফতই অনশনকারীদের বার্তা পাঠান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন "অনশন তুলতে অনুরোধ করছি, আলোচনায় বসো"। ১৮ অক্টোবর সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা। বৈঠকের পর জুনিয়র ডাক্তারেরা জানিয়ে দেন, ২১ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। ওই সময়ের মধ্যে সাড়া না মিললে ২২ অক্টোবর হাসপাতালে হাসপাতালে সর্বাত্মক ধর্মঘট হবে। সেই ধর্মঘট পালন করবেন সিনিয়র এবং জুনিয়র ডাক্তারেরা। আর ২৪ ঘন্টা পার না হতেই অনশন মঞ্চে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলিয়ে দেন মুখ্য সচিব। এদিন ফোন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অনশন তুলতে অনুরোধ করছি। তোমরা আলোচনার বসো। আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি। প্রায় সব দাবি পূরণ হয়েছে। ৩-৪ মাস সময় দাও। হাসপাতালগুলিতে নির্বাচন করাব। দয়া করে অনশন প্রত্যাহার করো। কাজে যোগ দাও।"

শাসককে পেছনে ফেলে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সবাইকে পেছনে ফেলে প্রার্থী নির্বাচনে এগিয়ে গেল বিজেপি। ১৯ অক্টোবর শনিবার বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়। কোচবিহারের সিতাইয়ের উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী করা হয়েছে দীপক রায়কে। একসময় বাম তথা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ছিলেন দীপক। ২০১৬ সালে বিজেপিতে যোগ দেন। বাম ও বিজেপির হয়ে পর পর নির্বাচনে কখনও সফলতা পাননি দীপক। কিন্তু দক্ষ সংগঠক ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ হিসেবে দীপকের পরিচয় রয়েছে। পেশায় হাইস্কুলের শিক্ষক দীপক ২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়াকে জোর টক্কর দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত দশ হাজার ভোটে দীপককে হারিয়ে জয়ী হন জগদীশ। এবারে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে সাংসদ হয়েছেন জগদীশ। তাই সিতাই আসনে ফের নির্বাচন হচ্ছে। এবারেও দীপককে টিকিট দিল বিজেপি। এর আগে বামেদের হয়ে ২০১১ সালে সিতাই বিধানসভায় এবং ২০১৬ সালের লোকসভা উপনির্বাচনে লড়াই করেন দীপক। দীপক বলেন, "জয়ের জন্যেই লড়াইয়ে নেমেছি। দল ভরসা করেছে। তা মাথায় রেখেই লড়াই হবে। তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, "তৃণমূল যাকেই প্রার্থী করুক আমরা রেকর্ড ভোটে জয়ী হব।"

সিতাই উপনির্বাচনের প্রার্থী পদের জন্য নয় জনের নাম প্রস্তাব আকারে রাজ্যে পাঠিয়েছিল কোচবিহার জেলা বিজেপি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তার মধ্যে থেকে দীপককে বাছাই করে সিলমোহর দেয় বিজেপির রাজ্য কমিটি। শাসক দল তৃণমূলেরও প্রার্থী ঘোষণা না হলেও যারা জোর আকারে প্রচারে নেমেছে সিতাইয়ে। শনিবার স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা

বসুনিয়া। দ্বিতীয় দিনেও কোনও মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি সিতাই উপনির্বাচনে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "সবরকম প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এবারে জোর লড়াই হবে সিতাইয়ে।"

নির্বাচনের আর বেশি দিন নেই। মনোনয়ন জমার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দিনেও অবশ্য কোনও মনোনয়ন জমা পড়েনি। শাসক-বিরোধী সবদলেই এখন প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ততা তৈরি হয়েছে। সিতাই বরাবর রাজ্যের শাসক দলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। ওই কেন্দ্র পর পর দু'বার তৃণমূলের জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া জয়ী হন। এবারে তিনি কোচবিহারের সাংসদ পদে জয়ী হয়ে বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তাতেই ওই আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে। উপনির্বাচন হলেও ওই বিজেপি ওই আসনে কোমর বেঁধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিজেপি মনে করছে, আরজি কর নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যে ভাবে একের পর এক অভিযোগ উঠেছে তাতে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বেড়েছে। সেই ক্ষোভকে হাতিয়ার করেই এগোতে চাইছেন তারা। শনিবার সিতাইয়ের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ বিজ্ঞানানান্দ তীর্থ মহারাজের সাথে দেখা করেন কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। দিন কয়েক আগে স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় তথা অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের মাধ্যমে ওই স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সঙ্গে কথা বলেন। সাংসদ জগদীশ বলেন, "বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সিতাইয়ের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের মহারাজের সাথে যে ব্যবহার করেছেন সেটা কখনোই কাম্য নয়। আমরা তাঁর পাশে আছি।" এদিন গোসানিমারিতে সভা করে তৃণমূল।

কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে দেওয়া হল শারদ সম্মান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পৌরসভার পক্ষ থেকে শারদ সম্মান ঘোষণা করা হয় ১৬ অক্টোবর। এতে প্রথম হয় সুভাষপল্লী ইউনিট, দ্বিতীয় পাটাকুড়া ইউনিট যুগ্মভাবে শান্তিকুটির ক্লাব ও ব্যায়ামাগার তৃতীয় রকি ক্লাব। এদিন পৌরসভা থেকে এই ঘোষণা করেন পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এছাড়াও পৌরসভার যে গ্রাচুয়িটি বাকি ছিল প্রায় ১০ কোটি টাকার মতন, সেটা কমে প্রায় ১ কোটি টাকায় এসে পৌঁছেছে। আগামী ২৪ তারিখের মধ্যেই তা সম্পূর্নরুপে পরিশোধ করা হবে বলাও জানান তিনি। এছাড়াও তিনি আরও জানান, ভাগারে নতুনভাবে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৬ কোটি ২৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যায়ে তৈরী হবে প্ল্যান্ট। সেখানে বজ্য পদার্থ দিয়ে তৈরী হবে সার। পাশাপাশি হবে কর্মসংস্থান। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত সকলেই।

শিলিগুড়ি মিলনপল্লী এলাকায় নার্সকে খুন করা হয়েছে, দাবি নার্সের পরিবারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির মিলনপল্লি এলাকায় একটি বাড়ির শৌচালয়ের থেকে নার্সের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ১৮ অক্টোবর রাতে। পরবর্তী দিন নার্সের পরিবার হাসপাতালের মর্গ থেকে মৃত নার্সের মৃতদেহ নিতে এসে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন। তাদের অভিযোগ তাকে খুন করা হয়েছে। থানায় খুনের অভিযোগ জানানো হবে বলে জানান মৃতার পরিবার। উল্লেখ্য, ১৮ তারিখ রাতে একটি ভাড়া বাড়ির শৌচালয় থেকে নার্সের রহস্যজনভাবে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় শিলিগুড়ির মিলনপল্লি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকার এই বাড়িতে নার্সিং হোস্টেল ছিল, যেখানে বেশ কিছু নার্সদের রাখা হত। এছাড়াও তাদের অভিযোগ, রাতে বহু মানুষের সেখানে আসা যাওয়া লেগে থাকতো। ১৮ অক্টোবর এক নার্সের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তবে অভিযোগ পুলিশে খবর দেওয়ার বদলে নার্সিংহোমের তরফে দেহ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলে এলাকার বাসিন্দারা তাদের আটকে দেয় ও এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরবর্তীতে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃত নার্সের বাড়ি দার্জিলিং-এ। কর্মসূত্রে শিলিগুড়ি থাকতেন। শনিবার বাড়ির লোকজন খবর পেয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে মৃতা নার্সের মৃতদেহ নিতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মৃতার পরিবারের সন্দেহ তাদের মেয়ে আত্মহত্যা করেনি, তাকে খুন করা হয়েছে। এছাড়াও মৃতার দেহে একাধিক ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে বলে দাবি করেন তারা। মেয়ের ন্যায় চাই, দাবি মৃতার মায়ের। পাশাপাশি এই ঘটনায় থানায় খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানান পরিবারের সদস্যরা।

ফেরা হল না অস্ট্রেলিয়ায়! বিসর্জনে তলিয়ে গেলেন ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট: সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করতেন। পুজোয় সকলের সঙ্গে আনন্দ করবেন বলে বাড়ি ফিরেছিলেন বালুরঘাটের নিউটাউনের বাসিন্দা তরুণ অংশুমান নন্দী। কিন্তু কে জানত তাঁর আর কাজের জন্য প্রবাসের ঠিকানায় ফেরা হবে না। ১৪ অক্টোবর পিসির বাড়ির পুজোর বিসর্জনে যোগ দিতে গিয়ে তলিয়ে মৃত্যু হয় ৩২ বছর বয়সি অংশুমানের। একই পরিবারের ৩ জন বিসর্জনে যোগ দিয়ে আত্রেয়ী নদীতে তলিয়ে যায়। দু'জনকে সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধার করা গেলেও মৃত্যু হয়

অংশুমানের পিসেমশায় শ্যামল কুমার দত্তের। কিন্তু অংশুমানের খোঁজ মেলেনি। ১৫ অক্টোবর সকাল থেকে খোঁজ চালানো শুরু করা হয়। কোনও একটা মিরাকেলের আশায় ছিল তাঁর পরিবার। কিন্তু শোকস্তব্ধ পরিবারকে আরও শোকে নিমজ্জিত করে অংশুমানের মৃত্যুর খবর আসে সেদিন বিকেল নাগাদ। তলিয়ে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর বালুরঘাট থানার খিদিরপুর রেল ব্রীজ সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার খবর পেয়ে বালুরঘাট শহরের নিউটাউন এলাকায় অংশুমানদের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। একই পরিবারে পরপর দু'জনের মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না কেউই।

প্রস্তুতি শুরু বোল্লা কালীপুজোর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ দিনাজপুর: উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বোল্লা কালীমাতা পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এবছর ২২শে নভেম্বর বোল্লা কালীপুজো অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ অক্টোবর বোল্লা কালী মন্দিরের পার্শ্ববর্তী পুকুর থেকে প্রতিমা তৈরীর কাঠামো তুলে পূজোর প্রস্তুতি শুরু হয়। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের বোল্লা গ্রামের সাড়ে সাত হাত উচ্চতার রক্ষাকালী পুজো হয় রাস পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবারে। সেই অনুসারে এবছর ২২ শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বোল্লা কালী পুজো। বোল্লা পূজা উপলক্ষে চারদিন ব্যাপী মেলা বসে মন্দির ঘিরে। কয়েক লক্ষ ভক্ত সমাগম হয় মেলা ও পূজা উপলক্ষে। এবছর বোল্লা কালীপুজো উপলক্ষে মন্দির পার্শ্ববর্তী পুকুর থেকে প্রতিমা তৈরীর কাঠামো তোলা হয়। জানা গিয়েছে, গতবারের প্রতিমা বিসর্জনের পর কোজাগরি লক্ষ্মী পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবারে পুকুর থেকে কাঠামো তোলা হয়। ২৫ অক্টোবর থেকে প্রতিমা তৈরীর কাজ শুরু হবে। রাস পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবারে বোল্লা কালী পুজো অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ এবছর ২২ শে নভেম্বর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সর্ববৃহৎ মেলা ও উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বোল্লা কালী পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

শুরু কোচবিহারের বাজি মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাসমেলা ময়দানে বাজিমেলার উদ্বোধন করেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এইবছর এই বাজি মেলা তাদের দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পন করল। গতবছর এই মেলায় ২৪ টি স্টল হয়েছিল কিন্তু এই বছর সেই তুলনায় সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮ টি। ২১ অক্টোবর ঠেকে ২রা নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এবং সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই মেলা বলে জানান চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বাজি ব্যবসায়ীরা জানান, গতবছর তাদের এই বাজি মেলায় ব্যবসা যথেষ্টই ভালো হয়েছিল। এইবছরও তাদের এই বাজি মেলায় যথেষ্ট সারা পড়বে বলে আশাবাদী তারা। ২১ অক্টোবর সন্ধ্যায় এই বাজি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভিজিৎ মজুমদার সহ পৌরসভার বিভিন্ন আধিকারিকেরা।

পরিষেবা না পেয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: পরিষেবা না পেয়ে বিক্ষোভ রোগীর আত্মীয় পরিজনদের। এমনকি হাসপাতালে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ। ঘটনায় মহিলা সহ একাধিক ব্যক্তিকে আটক করে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে ১৫ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। একদিকে ১০ দফা দাবিকে সামনে রেখে জুনিয়র চিকিৎসকদের আমরণ অনশন আন্দোলন চলছে। এর আগে চলছিল জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতি। তার ওপর ১৪

অক্টোবর থেকে ৪৮ ঘন্টার পেনডাউন কর্মসূচি পালন করছে ফেমা নামে সিনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠন। এদিকে রোগী সহ রোগীর আত্মীয়রা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা সহ ওষুধ নিতে এসে বিপাকে পড়ে। ডাক্তার ওষুধ লিখে বা দিলে ওষুধ পাওয়া যায় না হাসপাতাল থেকে। ১৫ অক্টোবর হাসপাতালে এসেও চিকিৎসকের দেখা না পেয়ে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে রোগী এবং তাদের পরিজনেদের। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন রোগীর আত্মীয়রা। এরপর তারা সুপার সঞ্জয় মল্লিকের ঘরের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন হাসপাতাল কর্মী ও রোগীর আত্মীয়রা। এমনকি হাসপাতালে ভাঙচুর চালানো হয় বলেও অভিযোগ ওঠে রোগীর আত্মীয় পরিজনদের একাংশের বিরুদ্ধে। রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ, বারবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আসার পরেও দীর্ঘদিন ধরে পরিষেবা মিলছে না। বারবার এই বিষয়ে জানানো সত্বেও কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। চিকিৎসকদের আন্দোলনের জেরে একাধিক বিভাগে কোন ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা মিলছে না বলে অভিযোগ। এছাড়াও মিলছে না ন্যায্য মূল্যের ওষুধ। যা নিয়ে রীতিমতো বিপাকে পড়তে হচ্ছে রোগীদের। এদিন সেই বিষয়ে কথা বলতে সঞ্জয় মল্লিকের ঘরে যাওয়ার পর তার সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জমা করতে পারেননি রোগীরদের পরিবারে একাংশ। সেই কারণেই তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, রোগীর আত্মীয়রা একাধিক সামগ্রীতে ভাঙচুর চালায়। বাধা দিতে গেলে নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে রীতিমত ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন রোগীর পরিবারের একাংশ। যদিও পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ফাঁড়ির পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আটক করা হয় একাধিক বিক্ষোভকারীকে। তবে এই ঘটনার পর ফের হাসপাতালের নিরাপত্তা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। এই ব্যাপারে সুপার সঞ্জয় মল্লিক জানান, এর আগেও একাধিক হাসপাতালে এই ধরনের ঘটনা দেখতে হয়েছে, আরও কত দেখতে হবে ঠিক নেই। নিরাপত্তাহীনতার বিষয় তো রয়েছেই। এই ব্যাপারে জলপাইগুড়ি সাংসদ জয়ন্ত রায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে রাজ্য সরকারকে নমনীয় হওয়ার নিদান দেন।

মনোনয়নপত্র তোলাকে কেন্দ্র চূড়ান্ত প্রস্তুতি দিনহাটায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সিতাই সহ গোটা দেশের বেশ কয়েকটি বিধানসভা আসনে ঘোষণা হয়েছে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ। ১৮ অক্টোবর থেকেই শুরু হয়েছে মনোনয়নপত্র তোলা ও জমা দেওয়ার কাজ। এরই নিরিখে সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র তোলাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে দিনহাটা মহকুমা শাসকের দপ্তরে। নিশ্চিদ্র পুলিশের নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে দিনহাটা মহকুমা শাসকের দপ্তর। কোনরকম অহেতুক অশান্তি এবং যানজট এড়াতে প্রধান রাস্তায় বসানো হয়েছে ড্রপ গেট। মোতায়েন রয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ কর্মী।

অনশন তুললেন জুনিয়র ডাক্তাররা

নিজস্ব সংবাদদাতা: নির্যাতিতার মা-বাবার অনুরোধ ও জনগনের ইচ্ছেতে ২১ অক্টোবর ১৭ তম দিনে অনশন প্রত্যাহার করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। ৩৭২ ঘন্টা অনশনের পরে মেডিকেল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারদের অনশন উঠে যায়। অনশনকারী সন্দীপ মন্ডলকে কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা ফলের রস খাইয়ে অনশন ভঙ্গ করেন। এর পাশাপাশি ২২ অক্টোবর রাজ্য জুড়ে যে স্বাস্থ্য ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল তাও প্রত্যাহার করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পর ধর্মতলায় ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে বৈঠকের পর এই

কথা ঘোষণা করেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের নেতা দেবাশীষ হালদার। মূলত নির্যাতিতার বাবা মায়ের আর্জি ও সাধারণ মানুষের ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়েই এই অনশন আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। গত ৫ অক্টোবর থেকে ধর্মতলায় 'আমরণ অনশন'-এ বসেছিলেন তারা। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজেও চলছিল ভুখ হরতাল। ১০ দফা দাবি আদায়ে অনড় ছিলেন তারা। শেষ পর্যন্ত ২১ অক্টোবর অনশন প্রত্যাহার করলেন আন্দোলনকারীরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নে টানা ২ ঘন্টা বৈঠক করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। বৈঠকে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের অপসারণের দাবি মুখ্যমন্ত্রী শুরুতেই নাকচ করে দেন। তাকে 'অভিযুক্ত' বলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের মধ্যে মতবিরোধিতা হয়। পাশাপাশি আরজি কর হাসপাতালে যে ৫৯ জন ছাত্রকে বহিস্কার করা হয়েছে তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এছাড়া টাস্ক ফোর্স গঠন নিয়েও মতবিরোধ হয় বৈঠকে।

কালো শাড়িতে সিঁদুর খেললেন মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: লাল পাড় সাদা শাড়ি পড়ে বিজয়া দশমীতে মাকে বরণ করার সেই চেনা ছবিটা সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল মালদায়। কালো শাড়ি পড়ে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠল মহিলারা। তারা এমন পোষাক পড়ে মাকে বরণ করে আরজি কর কান্ড এবং সেইসঙ্গে সমাজে রোজ হয়ে আসা নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ জানান। এর পাশাপাশি এদিন আরজি কর কাণ্ডে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে পুজো মণ্ডপে ধ্বনিত হয় 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান। এমনই দৃশ্য দেখা যায় ১৪ অক্টোবর মালদা শহরের কেজে স্যান্যাল রোডের গাজোল ট্যাক্সি স্ট্যান্ড দুর্গা উৎসব পুজো মণ্ডপে। এদিন মহিলারা কালো শাড়ি পড়ে সিঁদুর খেলার মাধ্যমে আরজি করের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান। সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়েও ভেসে ওঠে প্রতিবাদের সুর। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'অভয়াদের বিচার চাই' এই স্লোগান বলতে শোনা যায় প্রতিটি মহিলার কণ্ঠে। মহিলারা জানান, উৎসবের মাঝেও মনের কোণে বিষন্নতা ছিল। তাই দেবী দুর্গা মাকে সাক্ষী রেখে তাদের এই প্রতিবাদ। কালো হচ্ছে শক্তির প্রতীক, শোকের প্রতীক, প্রতিবাদের প্রতীক। তাই মায়ের সামনে এমনভাবে কালো পোশাকে প্রতিবাদ জানানো হয়। এই প্রতিবাদ আগামীতেও চলবে।

নবমতম সংস্করণের আয়োজনে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (BVFF), তার নবমতম সংস্করণ অনুষ্ঠিত করার ঘোষণা করেছে যা এই বছরের ৫ ডিসেম্বর থেকে ৮ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত গুয়াহাটির কাহিলিপাড়ার জ্যোতি চিত্রবন ফিল্ম স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। একইসাথে এখানে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রদর্শিতও করা হবে। বিভিএফএফ-এর নবম সংস্করণ, একটি চলচ্চিত্র উৎসব, চলচ্চিত্র নির্মাতা, সিনেফাইল এবং শিল্প পেশাদারদের জন্য একটি সহায়ক সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য নিবেদিত। এইবার ফিচার ফিল্ম, ডকুমেন্টারি এবং শর্ট ফিল্ম সহ প্রতিযোগিতামূলক এবং অ-প্রতিযোগিতামূলক বিভাগে ২২০ টিরও বেশি ফিল্মের এন্ট্রি জমা পড়েছে, যা এই উৎসবে প্রদর্শন হবে।

বছরের পর বছর ধরে, বিভিএফএফ ২৮০ টিরও বেশি চলচ্চিত্রের প্রদর্শন করেছে, এবং ১,২০০ টিরও বেশি প্রতিযোগিতার এন্ট্রি পেয়েছে। এখানে তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রতিভার প্রচার করার সাথে সাথে ৮০০ জনেরও বেশি নির্মাতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে উৎসবের উদ্যোগের মাধ্যমে। এমনকি আগের বছরের উৎসবে ২৫,০০০+ অংশগ্রহণকারীকে আকৃষ্ট করেছিল, যা এই অঞ্চলে উৎসবের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং জনপ্রিয়তাকে তুলে ধরে।

গত বছরের ইভেন্টে ভারতীয় সিনেমা, পুরস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র, ইন্টারেক্টিভ প্রশ্নোত্তর সেশন এবং প্যানেল আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। গত সংস্করণে উল্লেখযোগ্য পুরস্কারগুলির মধ্যে ছিল ভালি ফিল্মের জন্য সেরা পরিচালক, ফুটপ্রিন্ট অন ওয়াটারের জন্য সেরা ফিচার ফিল্ম, মাজুলির মাস্ক আর্টের জন্য সেরা তথ্যচিত্র এবং নীলা জুতার জন্য সেরা শর্ট ফিল্ম প্রতিযোগিতা। এই উৎসবে আলো ঝা এবং কৃষ্ণা ডি কে সহ বিখ্যাত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে মাস্টারক্লাসেরও আয়োজন করা হয়েছিল, সেইসাথে অ্যামাজন প্রাইম - প্রাইম পিচ রয়েছে। এই বিষয়ে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পরিচালক তনুশ্রী হাজারিকা, বলেন, "গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত এই নবম ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটি আঞ্চলিক চেতনা এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রদর্শিত করে এমন চলচ্চিত্রের একটি লাইন আপ প্রস্তুত করতে চলেছে, যা সত্যি অতুলনীয়। উৎসব, যা একটি প্যাশন প্রকল্প হিসাবে শুরু হয়েছিল, বর্তমানে তা উদীয়মান গল্পকারদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।"

ভারত জুড়ে ৭৭টি নতুন প্রযুক্তি-সক্ষম বিদ্যাপীঠ অফলাইন কেন্দ্র খুলতে চলেছে পিডব্লিউ

শিলিগুড়ি: ফিজিক্স ওয়ালাহ (পিডব্লিউ), ভারতের নেতৃস্থানীয় এডটেক কোম্পানি, যা ভারত জুড়ে সাশ্রয়ী মূল্যের এবং উচ্চ-মানের শিক্ষাকে সবার জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলতে এই ২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ৭৭ টিরও বেশি নতুন অফলাইন প্রযুক্তি-সক্ষম শিক্ষা কেন্দ্র খোলার ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রগুলি তামিলনাড়ু, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র সহ অন্যান্য রাজ্য জুড়ে চালু হবে। কোম্পানি দেশের সবচেয়ে কম পরিষেবাযুক্ত জায়গাগুলিতে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে ১৪১ টি শহরের ২০৩ টি কেন্দ্রে তারা অফলাইন পদচিহ্নকে দ্বিগুণ করবে। এখনও পর্যন্ত ২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে পিডব্লিউ-এর বিদ্যাপীঠ এবং পাঠশালা কেন্দ্রগুলিতে ২০০,০০০-এরও বেশি ছাত্র রেজিস্টার করেছে, ভারতে শিক্ষাকে অ্যাক্সেসযোগ্য করার এটি একটি দুর্দান্ত পদক্ষেপ। পিডব্লিউ আগামী শিক্ষাবর্ষে আরও ২৫০,০০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করার পরিকল্পনা করেছে। সম্প্রতি, এই এডটেক কোম্পানি ন্যাশনাল স্কলারশিপ কমন অ্যাডমিশন টেস্ট (এনএসএটি) ২০২৪-এর আয়োজন করেছিল, যা সমস্ত যোগ্য প্রার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষাকে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলবে। পিডব্লিউ -এ দুটি অফলাইন মডেল রয়েছে, বিদ্যাপীঠ (VP) এবং পাঠশালা (PS)। বিদ্যাপীঠ হল প্রযুক্তি-সক্ষম কেন্দ্র যেখানে পড়ুয়ারা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের থেকে ব্যক্তিগত ক্লাস করার সুবিধা পাবে। অন্যদিকে, পাঠশালা কেন্দ্রগুলি একটি অনন্য দুই-শিক্ষক ব্যবস্থার ব্যবহার করে, যেখানে ভার্চুয়াল শিক্ষকরা ক্লাস নেন, তবে ডাউট ক্লিয়ার করার জন্য একজন অফলাইন শিক্ষকও উপলব্ধ রয়েছে। উভয় মডেলকে একত্রিত করে, পিডব্লিউ ক্রমাগতভাবে দেশের প্রতিটি কোণায় উচ্চ-মানের শিক্ষা দিয়ে চলেছে। এই নতুন পদক্ষেপের বিষয়ে কথা বলে, ফিজিক্স ওয়ালাহ (PW) -এর অফলাইন সিইও অঙ্কিত গুপ্ত বলেছেন, "আমরা সর্বদাই পড়ুয়াদের চাহিদা এবং সুস্থতাকে গুরুত্ব দেই, সাথে তাদের যাতে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে এবং আর্থিক বোঝা এবং মানসিক চাপের সম্মুখীন না হতে হয়, সেটা মাথায় রেখে আমরা দেশের প্রতিটি কোনায় আমাদের কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

ডুরোপ্লাই-এর নতুন পণ্য ইজিরো নির্গমন মানের সাথে সারিবদ্ধ

কলকাতা: ডুরোপ্লাই, ভারতের নেতৃস্থানীয় প্লাইউড কোম্পানি, তার পণ্য ইজিরো (E0) নির্গমন কমপ্লায়েন্ট করেছে। প্লাইউড, ব্লকবোর্ড, দরজা এবং পাতলা তক্তার আবরণগুলির মতো কাঠের পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত আঠালোগুলি ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গত করে, যা কমানো হয়েছে। এই পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি বাড়ির অভ্যন্তরকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা শেষ প্রজন্ম ধরে এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য নিরাপদ। ডুরোপ্লাই, একটি নেতৃস্থানীয় প্লাইউড প্রস্তুতকারক, ইজিরো (E0) নির্গমন নিয়ম মেনে চলে এবং সিএআরবি এবং এফএসসি সার্টিফিকেশন পেয়েছে। এর কাঠের পণ্যগুলি ন্যূনতম ফর্মালডিহাইড নির্গত করে, যা এগুলিকে বাড়ি, অফিস এবং স্কুলের জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে, বিশেষ করে শিশুদের বা সংবেদনশীলদের জন্য। টেকসইতার প্রতি ডুরোপ্লাই এর প্রতিশ্রুতি তার দায়িত্বশীল সোর্সিং এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া, টেকসইভাবে পরিচালিত বন থেকে কাঠ সংগ্রহ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, এবং সবুজ বিল্ডিং মানগুলির সাথে সারিবদ্ধ করে তৈরী হয়েছে। এই পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ডুরো, তার পণ্যগুলিকে আদর্শ করে তুলেছে।

এই বিষয়ে মন্তব্য করে ডুরোপ্লাই এর ম্যানুফ্যাকচারিং প্রেসিডেন্ট অভিষেক চিটলাঙ্গিয়া বলেছেন, "ভারতের সেরা প্লাইউড নির্মাতা হিসাবে, আমরা আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের জন্য কাঠের পণ্যগুলিতে নিরাপদ আঠালো ব্যবহার করি। এইভাবে, আমাদের কাঠের পণ্যগুলি যেমন প্লাইউড, ব্লকবোর্ড, দরজা এবং পাতলা তক্তার আবরণগুলির সাথে আমরা বাড়ির অভ্যন্তরীণ তৈরী করি। একটি পরিবেশগতভাবে সচেতন এবং দায়িত্বশীল কোম্পানি হিসাবে, আমরা আমাদের কাঠমিস্ত্রি এবং গ্রাহকদের জন্য একটি সুস্থ এবং সুন্দর থাকার জায়গা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

ভারতীয় তাঁতিদের জন্য এক অনন্য মঞ্চ: হ্যান্ডলুম এক্সপো

কলকাতা: কলকাতায় ২২ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ২৮ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত বিশেষ হ্যান্ডলুম এক্সপো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই এক্সপোটি ন্যাশনাল ডিজাইন সেন্টার (এনডিসি) দ্বারা বস্ত্র মন্ত্রক, ভারত সরকারের হ্যান্ডলুম উন্নয়ন কমিশনারের সহযোগিতায় আয়োজিত হচ্ছে। এই বিশাল আয়োজন বিশ্বা বাংলা প্রদর্শনী কেন্দ্র, নিউ টাউন, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে। এই এক্সপোটি ভারতের সমৃদ্ধ হ্যান্ডলুম ঐতিহ্য এবং তাঁতিদের জন্য নিবেদিত। ৭৫ জনের বেশি তাঁতি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি) এবং সমবায় সমিতি এই এক্সপোতে অংশগ্রহণ করবেন। এখানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অনন্য বুনন এবং ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রকলা প্রদর্শিত হবে। এই সপ্তাহব্যাপী আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য হল তাঁতিদের সরাসরি ক্রেতা, রপ্তানিকারক, ডিজাইনার এবং সাধারণ জনগণের সাথে সংযুক্ত করা, যাতে তাঁরা তাদের পণ্য ব্যাপকভাবে প্রদর্শন ও বিপণন করতে পারেন। এই আয়োজনে ৫০ টিরও বেশি রাজ্যের অনন্য বুনন ঐতিহ্য এক মঞ্চে আসবে। শাড়ি, ড্রেস ম্যাটেরিয়াল, হোম ফার্নিশিং, বেড লিনেন এবং অন্যান্য হস্তনির্মিত বস্ত্র এই এক্সপোর প্রধান আকর্ষণ। দর্শকরা সরাসরি তাঁতিদের থেকে এই অরিজিনাল পণ্যগুলি কিনতে পারবেন, যা ভারতের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রকলার এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা হবে। এই এক্সপো শুধু তাঁতিদের জন্য একটি নতুন বাজার প্রদান করবে না, বরং সাধারণ মানুষকে ভারতের অনন্য হস্তনির্মিত বস্ত্র ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হওয়ার একটি সুযোগও দেবে। বিভিন্ন রাজ্য-নির্দিষ্ট হস্তশিল্প এবং বুনন শৈলীর প্রদর্শন করে, এই আয়োজন তাঁতিদের কঠোর পরিশ্রম এবং দক্ষতাকে একটি বড় মঞ্চে নিয়ে আসবে।এই এক্সপোতে আগতরা তাদের পোশাককে উৎকৃষ্ট এবং প্রামাণিক হ্যান্ডলুম পণ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করতে পারবেন। এক্সপোর মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তাঁতিরা তাদের শিল্প ও দক্ষতাকে বৃহত্তর দর্শকের সামনে উপস্থাপন করতে পারবেন।

রুমিওনের লিমিটেড ফেস্টিভ্যাল সংস্করণ লঞ্চ করেছে টয়োটা কির্লোস্কর মোটর

শিলিগুড়ি: উৎসবের মরসুমকে আরো বিশেষ করে তুলতে টয়োটা কির্লোস্কর মোটর (টিকেএম) গাড়ি ক্রেতাদের জন্য তার টয়োটা রুমিওনের নতুন ফেস্টিভ সংস্করণ লঞ্চ করেছে। কোম্পানি গাড়ির নান্দনিকতা এবং আরামের খেয়াল রাখার সাথে এই সীমিত-সংস্করণের গাড়িটিতে টয়োটা জেনুইন অ্যাকসেসরি (টিজিএ) প্যাকেজ যোগ করেছে, যা উৎসবের মরসুমের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ হয়ে উঠেছে। রুমিওন ফেস্টিভ এডিশন এখন সব গ্রেডে ডিলার-ফিট করা টিজিএ প্যাকেজের সাথে ২০,৬০৮ টাকা মূল্যে উপলব্ধ, যা গ্রাহকদের একটি প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। এই প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে পিছনের গার্নিশ করা দরজা, মাড ফ্ল্যাপ, পিছনের গার্নিশ করা বাম্পার, ডিলাক্স কার্পেট ম্যাট, হেড ল্যাম্প গার্নিশ, নম্বর প্লেট গার্নিশ, ক্রোম ডোরভাইজার, রুফ এজ স্পয়লার এবং বডি সাইড মোল্ডিং ফিনিশ, ইত্যাদি। টয়োটা রুমিয়ন হল একটি বহুমুখী এমপিভি যার ব্যাপক অভ্যন্তর, জ্বালানি দক্ষতা এবং উচ্চতর নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি ৫-স্পীড ম্যানুয়াল বা ৬-স্পীড অটোমেটিক ট্রান্সমিশনের সাথে উপলব্ধ, এমনকি এতে নিও ড্রাইভ (আইএসজি) এবং ই-সিএনজি প্রযুক্তি সহ একটি শক্তিশালী কে সিরিজের ১.৫-লিটার পেট্রোল ইঞ্জিন রয়েছে। এসএমটি/এটি, জিএমটি, এবং ভিএমটি/এটি, এসএমটি সিএনজি সহ ছয়টি ভেরিয়েন্টে রুমিওন পাওয়া যাবে। এই ফেস্টিভ সংস্করণের সূচনা করে টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের সেলস-সার্ভিস-ইউজড কার বিজনেস, ভাইস প্রেসিডেন্ট সবরী মনোহর জানিয়েছেন, "আমরা লিমিটেড-এডিশন টয়োটা রুমিওন লঞ্চ করতে পেরে ভীষণ খুশি, যা নান্দনিকতা এবং আরামের খেয়াল রাখার সাথে সাথে ড্রাইভিং অভিজ্ঞতাও নিশ্চিত করে। আমরা এই বিশেষ সংস্করণটি সেরা আনুষাঙ্গিক, বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সহ এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টির বৈশিষ্ট্যের সাথে নতুনত্বের ছোয়ার সাথে গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করেছে।" টয়োটা রুমিওনের ফেস্টিভ্যাল লিমিটেড সংস্করণের বুকিং এখন সমস্ত টয়োটা ডিলারশিপের, পাশাপাশি অনলাইনে www.toyotabharat.com/online-booking -এ খোলা হয়েছে।

ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস ২০২৪-এ ভি-এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রদর্শন

শিলিগুড়ি: ভি, একটি শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর, ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস (আইএমসি) ২০২৪-এ তার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রদর্শন করেছে, যা শিল্প এবং ব্যবহারকারীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত। তাদের থিম 'ফিউচার ইজ লাইভ'। এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশগুলি হল: ক্লিনিক ইন এ ব্যাগ, যি রিমোট হেলথ কেয়ার সলিউশন রিয়েল-টাইম পরামর্শ এবং ডায়াগনস্টিকসকে সক্ষম করবে, ১.৬ লক্ষ ব্যবসার সঙ্গে অংশীদারিত্ব, এমএসএমইগুলির জন্য ডিজিটাল পরামর্শ পরিষেবা দেবে। থাকবে ইমারসিভ ট্রাভেল এক্সপেরিয়েন্স, অর্কেস্ট্রেটিং সিম্ফনি, রিমোট কানেক্টিভিটি সহ লাইভ মিউজিক পারফরম্যান্স, গেম টু ফেম (ই-স্পোর্টস টুর্নামেন্ট), ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ সলিউশন যেখানে স্মার্ট অপারেশনের জন্য ফাইভ জি, আইওটি, এআই, এবং মেশিন লার্নিংকে একত্রিত করা হবে। এছাড়াও ভি হাইব্রিড এসডি-ডব্লিউএএন এবং সিপাস ও সিসাস সমাধানের মতো প্রযুক্তি কীভাবে কাজ করে তা দেখানো হয়েছে।

নতুন ভ্যারিলাক্স® ক্যাম্পেইন চালু করেছে এসিলর®

কলকাতা: এসিলর®, প্রেসক্রিপশন লেন্সের বিশ্বব্যাপী নেতা, একটি ভ্যারিলাক্স® প্রচারাভিযান চালু করেছে যার মধ্যে ভারতের শীর্ষ ক্রিকেট প্লেয়ার বিরাট কোহলি রয়েছে। এই প্রচারাভিযানের লক্ষ্য ভ্যারিলাক্স® প্রগতিশীল লেন্সগুলিকে প্রেসবায়োপিয়া রোগীদের জন্য একটি দৃষ্টি সংশোধন সমাধান হিসাবে প্রচার করা। এই ক্যাম্পেইনে বিরাট কোহলিকে ভ্যারিলাক্স® -এর প্রগতিশীল লেন্সের জন্য একজন চ্যাম্পিয়ন হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, যিনি দূরের জিনিস পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়ার জন্য তাদের কোচের কাছে সুপারিশ করেন। ভ্যারিলাক্স®, একটি ফরাসি প্রগতিশীল লেন্স ব্র্যান্ড, যা তাৎক্ষণিক শার্প ফোকাস প্রদান করে এবং ৩০টি পেটেন্ট পর্যন্ত একত্রিত করতে পারে। এই লেটেস্ট উদ্ভাবনটি ভ্যারিলাক্স®-এর এক্সআর সিরিজ™ লেন্সে এআই প্রযুক্তি যোগ করেছে। এই প্রোগ্রেসিভ লেন্সগুলি ৮৯০০/- টাকার প্রারম্ভিক মূল্যে উপলব্ধ, যা লেন্সক্রাফটার্স এবং নেতৃস্থানীয় অপটিক্যাল স্টোরগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতায় প্লগ রানের আয়োজনে পেপসিকো ও সোশ্যাল ল্যাব

কলকাতা: পেপসিকো ইন্ডিয়া এবং দ্য সোশ্যাল ল্যাব- এর সহযোগিতায়, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় প্লগ রানের ষষ্ঠতম সংস্করণের আয়োজন করেছে। এটি একটি 'অগ্রগতির অংশীদারিত্ব', যা সম্মিলিত পদক্ষেপের জন্য সম্প্রদায়কে একত্রিত করে ফিটনেস এবং স্থায়িত্বের প্রচার করে। উদ্যোগটি, ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাথে সংযুক্ত, স্বেচ্ছাসেবকরা জগিং করার সময় প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করার বিষয়ে স্থানীয়দের মনে সচেতনতার প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। এই প্লগ রানে, ২০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিল, যাদের মধ্যে ছিলেন অমৃতা বর্মণ রায়, এসডিও, সদর, হাওড়া জেলা, এবং শ্রী বুদ্ধদেব ব্যানার্জি, ডেপুটি জিএম, জেলা শিল্প কেন্দ্র, হাওড়ার মতন বিশস্য ব্যক্তিবর্গ। এদিন, ৩৬০ কিলোগ্রামেরও বেশি বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য আলাদা করে পুনর্ব্যবহার করা হবে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানা জুড়ে এই বছরের প্লগ রান আয়োজিত করা হয়েছে। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং দায়িত্বশীল পুনর্ব্যবহার সম্পর্কে সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করার জন্য এই উদ্যোগে শত শত স্বেচ্ছাসেবককে জড়িত করা হয়েছে। এমনকি, উদ্যোগটি পেপসিকো ইন্ডিয়ার টেকসই প্রচেষ্টার সাথে সারিবদ্ধ, বরুণ বেভারেজ লিমিটেড, ডেকাথলন, মারেঙ্গো এশিয়া হসপিটালস, গেটোরেড এবং কোয়াকারের মতো অংশীদাররা এই কারণকে সমর্থন করছে। শ্রীমতী অমৃতা বর্মন রায়, এসডিও, সদর, হাওড়া জেলা এই উদ্যোগের জন্য পেপসিকো ইন্ডিয়া এবং এর অংশীদারদের প্রশংসা করে জানিয়েছেন, "হাওড়ায় প্লগ রান হল একটি সম্প্রদায়-চালিত উদ্যোগ যা পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশগত দায়িত্বের প্রচার করে। টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর জীবনধারার গুরুত্বপূর্ন। আমরা পেপসিকো ইন্ডিয়া এবং সোশ্যাল ল্যাব-এর অংশীদারিত্বের জন্য গর্বিত।"

টয়োটা গ্লানজারের জন্য টিকেএম-এর নতুন পরিকল্পনা

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কর মোটর টয়োটা গ্লানজার 'ফেস্টিভাল লিমিটেড এডিশন' চালু করেছে। এটি উৎসবকালীন সময়ে মডার্ন স্টাইল, পারফরম্যান্স এবং আরামের সাথে ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা বাড়াতে এক্সক্লুসিভ ডিলার-ফিট করা টয়োটা জেনুইন অ্যাকসেসরি প্যাকেজ অফার করেছে। সীমিত-সংস্করণের টয়োটা গ্লানজা, ২০১৯ সাল থেকে তার উন্নত প্রযুক্তি, মসৃণ ডিজাইন এবং উচ্চ জ্বালানী দক্ষতার জন্য পরিচিত, যা ২০,৫৬৭ টাকা মূল্যের ১৩ টি এক্সক্লুসিভ টিজিএ প্যাকেজ সহ উপলব্ধ করা হয়েছে। এই প্যাকেজগুলির মধ্যে রয়েছে প্রিমিয়াম ক্রোম এবং ব্ল্যাক বডি সাইড মোল্ডিং, পিছনের দরজার গার্নিশ ক্রোম, ওআরভিএম গার্নিশ ক্রোম, থ্রী ডি ফ্লোরম্যাট, ডোর ভিসার প্রিমিয়াম, এবং নেক কুশন। পেছনের বাম্পার, ফেন্ডার, রিয়ার রিফ্লেক্টর এবং ওয়েলকাম ডোর ল্যাম্পে ক্রোম গার্নিশের মাধ্যমে স্টাইলিশ আবেদন সহ আরও আপডেট করা হয়েছে। টয়োটা গ্লানজার উৎসবের সীমিত সংস্করণের প্রবর্তনের বিষয়ে মন্তব্য করে, সবরী মনোহর - ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেলস-সার্ভিস-ইউজড কার বিজনেস, টয়োটা কির্লোস্কার মোটর, বলেছেন, "টয়োটা, উৎসবের মরসুমে টয়োটা গ্লানজার 'ফেস্টিভাল লিমিটেড এডিশন' নিয়ে এসে ভীষণ আনন্দিত। এই সীমিত সংস্করণটি এক্সেসারিজগুলির সাথে গ্লানজার আবেদনকে বাড়িয়েছে যা এর দৃষ্টি আকর্ষণ এবং আরাম বাড়ায়। এই উৎসব সংস্করণটি গ্রাহকদের তাদের প্রিয় মডেল উপভোগ করার সাথে সাথে একটি আড়ম্বরপূর্ণ উদযাপনের প্রতিশ্রুতি দেয়।" টয়োটার গ্লানজা এখন একটি ফেস্টিভ্যাল লিমিটেড এডিশন অফার করছে, যা এর সাশ্রয়ী মূল্য এবং ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছে। গ্রাহকরা ৩১ শে অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যয়িত প্রযুক্তিবিদদের সাহায্যে দক্ষভাবে লাগানো আনুষাঙ্গিক সহ প্রশংসামূলক টিজিএ প্যাকেজ উপভোগ করতে পারবেন। সীমিত সংস্করণের এই ওয়ারেন্টি সহ আসল আনুষাঙ্গিক এবং বিখ্যাত বিক্রয়োত্তর পরিষেবাগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে, বুকিং সমস্ত টয়োটা ডিলারশিপে খোলা হয়েছে, তবে গ্রাহকরা হয় অনলাইনে গাড়িটি বুক করতে পারেন https://www.toyotabharat.com/online-booking/ অথবা তাদের নিকটতম টয়োটা ডিলারশিপে যেতে পারেন।

দেশব্যাপী ৩০ মিলিয়ন শিশুর কাছে পৌঁছল ডেটল

কলকাতা: রেকিট তার ফ্ল্যাগশিপ প্রচারাভিযান, 'ডেটল বনেগা স্বস্থ ইন্ডিয়া'র মাধ্যমে গ্লোবাল হ্যান্ডওয়াশিং ডে ২০২৪ উদযাপন করেছে। এবার তারা সারা ভারত জুড়ে ৩০ মিলিয়ন শিশুকে হাত ধোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত করেছে। 'ক্লিন হ্যান্ডস ফর অল: অ্যাডভান্সিং হেলথ ইক্যুইটি থ্রু হাইজিন' থিমের এই ইভেন্টে ডেটল বিএসআই-এর প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরেছে।

গ্লোবাল হ্যান্ডওয়াশিং ডে ২০২৪ উপলক্ষে, ডেটল স্কুল হাইজিন এডুকেশন প্রোগ্রাম, বিএসআই-এর অধীনে, ২৯টি রাজ্য এবং ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে এই প্রচার চালায়। এই প্রচারাভিযান ভারত জুড়ে সর্বোদয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়, সেনা বিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সহ সরকারী, বেসরকারী, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং অনুদানপ্রাপ্ত সেক্টরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এই কৌশল প্রচার চালায়।

এমনকি ডেটল স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির গ্রীক-দেবী হাইজিয়া দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি ডেটল হাইজিন চ্যাটবট, 'হাইজিয়া ফর গুড হাইজিন' চালু করেছে। এই এআই-চালিত, হোয়াটসঅ্যাপ-এনাবেলড চ্যাটবট বিভিন্ন সরকারী ভারতীয় ভাষায় কাজ করবে।রেকিট দক্ষিণ এশিয়ার এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড পার্টনারশিপের ডিরেক্টর রবি ভাটনাগর বলেন, "রেকিটে, আমরা প্রতিটি শিশুর জন্য একটি স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যত তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

ভারতীয় শুষ্ক ত্বকের সমস্যা মেটাতে বেপান্থেন স্কিন কেয়ার নিয়ে হাজির বেয়ার

কলকাতা: বেয়ারের কনজিউমার হেলথ ডিভিশন ভারতের বাজারে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড বেপান্থেন-কে নিয়ে এসেছে। ইপসোস ভারতীয় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে করা একটি সমীক্ষায় প্রকাশ করেছে যে প্রায় ২ জন ভারতীয়ের মধ্যে ১ জনের শুষ্ক ত্বকের সমস্যা রয়েছে।

২০২৪ বেপান্থেন ড্রাই স্কিন সার্ভে থেকে জানা গিয়েছে ৪৭% ভারতীয় শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় ভোগেন, ৮২% চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন যে রোগীরা ত্বকের কারণে জনসাধারণের সামনে উদ্বিগ্ন বোধ করেন, ৮৮% ত্বকের ফ্লেয়ার-আপকে পরিবেশগত কারণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে, ৯৩% চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ শুষ্ক ত্বক ম্যানেজ করার বিষয়ে কম জানার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়।

বেপান্থেন ভারতীয় ত্বকের অনন্য চাহিদা মেটাতে আলাদাভাবে ডিজাইন করা ময়েশ্চারাইজার এবং ক্লিনজার নিয়ে এসেছে। প্রো-ভিটামিন বি ফাইভ এবং প্রিবায়োটিক সমৃদ্ধ একটি পরিষ্কার, সুগন্ধমুক্ত এবং প্যারাবেন-মুক্ত ফর্মুলার সঙ্গে, বেপান্থেন শুষ্ক ত্বক থেকে তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদী ত্রাণ দেবে বলে আশা। বেয়ারের কনজিউমার হেলথ ডিভিশনের ভারত, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার কান্ট্রি হেড সন্দীপ ভার্মা বলেন, "আমরা শুষ্ক ত্বকের চর্চায় প্রিমিয়াম বিজ্ঞান-সমর্থিত স্কিনকেয়ার সমাধান নিয়ে আসার লক্ষ্য রাখি।"

আসানসোলে নতুন শোরুম খোলার ঘোষণা করেছে কল্যাণ জুয়েলার্স

আসানসোল: কল্যাণ জুয়েলার্স, একটি শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় জুয়েলারি ব্র্যান্ড, পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে একটি নতুন শোরুম খোলার ঘোষণা করেছে। এই শোরুমটি ২৩শে অক্টোবর বিকেল ৫টায় উদ্বোধন হবে, যা উদ্বোধন করবেন বলিউড তারকা সোনাক্ষী সিনহাভিল। বর্তমানে, কলকাতা এবং শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের সমস্ত বড় শহরে জুয়েলারি ব্র্যান্ডটি উপস্থিত রয়েছে। শোরুমটিতে কল্যাণ জুয়েলার্সের গহনা সংগ্রহের বিস্তৃত পরিসরের ডিজাইন থাকবে, যা একটি বিশ্বমানের প্রদর্শিত হবে। এই লঞ্চটি ধনতেরাস, দীপাবলি, কালী পূজা এবং লক্ষ্মী পূজার উৎসবের সাথে বছরের সবথেকে শুভ সময়ের সূচনা করবে। ব্র্যান্ডটির লক্ষ্য হল এই উৎসবের মরসুমে সোনা কেনার সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে কাজে লাগিয়ে এই অঞ্চলের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে পরিষেবা-সমর্থিত কেনাকাটার অভিজ্ঞতা অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা। তারা সোনার গহনা কেনাকাটার সাথে সাথে কল্যাণ জুয়েলার্সের অনন্য সব সংগ্রহগুলিও দেখতে পারেন। কল্যাণ জুয়েলার্স দিওয়ালি বোনানজা অফারের সময় গহনা কেনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় অফার করছে। গ্রাহকরা সাধারণ সোনার গহনার জন্য ৫০%, প্রিমিয়াম পণ্যগুলিতে ৩০%, মন্দির এবং প্রাচীন গহনাগুলির জন্য ৪০% এবং ৩০ গ্রামের কম আইটেমের জন্য ২৫% পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারেন। কল্যাণ জুয়েলার্স পৃষ্ঠপোষকদের একটি ৪-স্তরের নিশ্চয়তা শংসাপত্র প্রদান করে, যা বিশুদ্ধতা, আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ, বিশদ পণ্যের তথ্য এবং স্বচ্ছ বিনিময় এবং বাই-ব্যাক নীতি নিশ্চিত করে। এই বিষয়ে কল্যাণ জুয়েলার্সের নির্বাহী পরিচালক জনাব রমেশ কল্যাণরামন বলেছেন, "আমরা আসানসোলে কল্যাণ জুয়েলার্সের একটি নতুন শোরুম খুলতে পেরে ভীষণ আনন্দিত। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাজারের উপস্থিতি বাড়ানোর প্রচেষ্টা করছি। এটি একটি এমন অঞ্চল যা ব্যতিক্রমী কেনাকাটার অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য কোম্পানির প্রতিশ্রুতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।"

উপহারের বাক্সের সাথে উৎসবের উদযাপনে নতুন আনন্দ যোগ করেছে আইটিসি মঙ্গলদীপ

কলকাতা: ভারতের সেরা ধূপকাঠি ব্র্যান্ড আইটিসি মঙ্গলদীপ, উৎসবের মরসুমকে আরও মঙ্গলময় করে তুলতে তার নতুন প্রিমিয়াম রেঞ্জের গিফটবক্স লঞ্চ করেছে, এটি ভারতীয়দের আনন্দ এবং আরাধনায় ক্ষেত্রে একটি নতুন পণ্য লাইন। প্রতিটি গিফটবক্স উৎসবের আনন্দকে দ্বিগুণ করে তুলতে এবং প্রিমিয়াম উপহার দেওয়ার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। মঙ্গল মর্নিং গিফটবক্স, টেম্পল ট্রেজারস গিফটবক্স এবং এক্সক্লুসিভ দীপাবলি গিফটবক্স সহ, এই বিশেষ অফারগুলি পারিবারিক উদযাপনকে আনন্দময় করে তুলতে ভারতীয় সংস্কৃতিতে উপহার দেওয়ার রীতিকে উদযাপন করে, এটিকে পারিবারিক সমাবেশে নিখুঁত সঙ্গী করে তোলে। এই মঙ্গল মর্নিংস গিফট বক্স ৭৫০ টাকা, টেম্পল ট্রেজার গিফট বক্স ৪০০ টাকা, প্রিমিয়াম ধুপ স্টিকস

২৫০ টাকা এবং প্রিমিয়াম ধুপ কোনস ১৫০ টাকা দামে পাওয়া যাবে। এমনকি, এই রেঞ্জগুলি সমস্ত মেট্রো শহরগুলিতে জেপটো, সুইগি, ব্লিঙ্কিট, অ্যামাজন এবং বিগ বাস্কেটের মতো কুইক কমার্স প্ল্যাটফর্মেও উপলব্ধ রয়েছে। এই গিফট বাক্সগুলি সুগন্ধের সাথে আনন্দ উদযাপন করে, এর মঙ্গল মর্নিং গিফটবক্স ভোরের আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে একেবারে আদর্শ। অন্যদিকে টেম্পল ট্রেজারস গিফটবক্স কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ মন্দিরে দেওয়া পবিত্র ফুলের সমন্বিকে উদযাপন করে, যা প্রতিটি বাড়িকে তীর্থে পরিণত করে এবং আরাধনার চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। লঞ্চের বিষয়ে আইটিসি লিমিটেডের ম্যাচস অ্যান্ড আগরবাত্তি বিজনেস ডিভিশনের চিফ এক্সিকিউটিভ গৌরব তায়াল বলেছেন, "আমাদের এই নতুন প্রিমিয়াম রেঞ্জের সাথে, আমরা আমাদের পণ্যের মানগুলিকে যোগ করেছি যা উদযাপনের প্রতিটি মুহূর্তকে অনন্য করে তুলবে। উৎসব মরসুমের জন্য নতুন এবং বিশেষ কিছু অফার করার সময় ভারতীয় আচার-অনুষ্ঠানের সারমর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিটি গিফটবক্স চিন্তাশীল মনোভাবের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে।"